R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পাণ্ডত (দাদাঠাকুর)

স্থান পরিবর্ত্তন
রঘুনাথগঞ্জের প্রসিদ্ধ কাপড়ের দোকান এম. পি. বস্ত্রালয় বর্ত্তমানে বাজারপাড়া বাঁধা ঘাট থেকে পূর্ববর্তী মিতালী সিনেমার সম্মুখে স্থান পরিবর্ত্তন করেছে। বর্ত্তমানে নতুন দোকান থেকে বেচাকেনা চলছে।

৮০শ বর্ষ
৪৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০১ সাল
২৭শে এপ্রিল, ১৯৯৪ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

ফরাক্কা সেতুর উপর ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা পনের

ফরাক্কা ঃ গত ২১ এপ্রিল গভীর রাতে ফরাক্কা ব্যারেজের সেতুর রেলিং ভেঙ্গে দুর্গাপুর—মালদা যাত্রীবাহী বাসটি গঙ্গাগর্ভে পড়ে যায়। খবর দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ডাব্লু এম এইচ ৯০৭৩ বাসটি দুর্গাপুর থেকে ৩-৩০ মিঃ ছেড়ে রাস্তার জ্যামে রামপুরহাট আসতেই রীতিমত দেরী করে ফেলে। রামপুরহাট ছেড়ে কিছুটা এসেই চাকা পাম্পচার হয়। বাসটি যখন ফরাক্কা পেঁছায় তখন রাত প্রায় ১০-৩০। সেখানে হোটেলে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে প্রায় ১২-৪০ মিঃ নাগাদ বাসটি মালদার পথে রওনা হয়। দ্রুতগামী বাসটি ফরাক্কা সেতুর উপর একটি যানকে ওভারটেক করে ডানদিকে এসে পড়ে। সেই সময় বিপরীতমুখী একটি লরির সামনে এসে পড়ে দুর্ঘটনা বাঁচাতে ত্বরিত বেগে বাঁদিকে মোড় নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৫৩নং লক গেটের উপরের রেলিং এ ধাক্কা মারলে, রেলিং ভেঙ্গে বাসটি গঙ্গায় পড়ে যায়। ৬জন যাত্রী বার হয়ে আসে। সেই সঙ্গে ড্রাইভার ১১ বছরের জনৈক বালক বুবাই সেনগুপ্তকে নিয়ে জলে ভেসে উঠে। জানা যায়, বুবাই দুর্গাপুর থেকে তার বাবা প্রবীর সেনগুপ্ত ও মা রেখা সেনগুপ্তের সঙ্গে বাসে মালদায় তার জ্যেঠামশায়ের বাড়ী যাচ্ছিল। বালকটি জীবিত থাকলেও তার বাবা মা দুজনেই মারা যান। বুবাই এর জ্যেঠা মালদা থেকে খবর পেয়ে এসে বুবাইকে নিয়ে যান। দুর্ঘটনায় ১৩টি মৃতদেহ ও ১০জন আহতকে উদ্ধার করা হয়। আহতদের মধ্যে চালক স্বপন মিত্র ও কন্ডাক্টর বিপত্তারণ চ্যাটার্জী ছিলেন। গুরুতর আহত বিপত্তারণকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

জ্যোতিবাবুদের ডাঙ্কেল চুক্তির বিরোধিতা বাহ্যিক কৌশলমাত্র—উমা ভারতী

ফরাক্কা ঃ গত ২১ এপ্রিল স্থানীয় নেতাজী ময়দানে বিজেপির এক জনসভায় প্রায় ৭ হাজার মানুষের জমায়েত হয়। ওই সমাবেশে ভাষণ দেন বি জে পির সর্বভারতীয় নেত্ উমা ভারতী। তিনি তাঁর ভাষণে পঃ বঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে বলেন—এই সরকারের শেষ সময় সমাগত। জ্যোতি বসু ও তাঁর দল ডাঙ্কেল ও গ্যাট চুক্তির বিরোধিতা করলেও এটা তাঁদের বাহ্যিক কৌশলমাত্র। তাঁরা তলে তলে কংগ্রেস সরকারকে মদত দিচ্ছেন। কাঁসীরামের দলের আপাত জনপ্রিয়তার তিনি সমালোচনা করে বলেন—ওই জনপ্রিয়তার কোনও গুরুত্ব নেই। ওটা সাময়িক বলেই তাঁর দল মনে করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অযোধ্যায় রাম মন্দির হচ্ছেই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায়। এটা কেউ আটকাতে পারবে না। জ্যোতিবাবুকে তিনি লাল ঝান্ডা নিয়ে একবার অযোধ্যায় গিয়ে রাম মন্দির নির্মাণে বাধা দিতে চ্যালেঞ্জ জানান। তিনি মুসলমানদের ডাক দিয়ে বলেন তাঁরা যদি নামাজ পড়ার ও আজান দেবার অবাধ ব্যবস্থার দাবী জানাতে পারেন, তবে হিন্দুদেরই বা কেন পূজা পার্বন, বাজনা বাজাবার অধিকার রইবে না ? আসুন না সবাই এক হয়ে সমান অধিকার মেনে নিই। অযোধ্যায় মসজিদ নির্মাণ দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মক্কা মদিনায় বজরঙ্গবালীর মন্দির নির্মাণের জন্য মাত্র ১০০ বর্গ ফুট জায়গা ছেড়ে দিন না কেন ? এই সভায় বিজেপির সভাপতি তপন সিকদার, যুব নেতা রাহুল সিনহা, তাপস চ্যাটার্জী, প্রণব ব্যানার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সীর সংহতি পদযাত্রা

সাগরদীঘি ঃ গত ১৩ এপ্রিল বালিয়া হাই স্কুল মাঠ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী ও জননেতা প্রিয়-রঞ্জন দাস মুন্সী সংহতি পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সকাল থেকে শ্রীদাস মুন্সী এবং জেলা ও রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা এক বিশাল সংহতি পদযাত্রা পরিচালনা করেন। জনসভায় পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মালা দেওয়ার পর শ্রীমুন্সী সংহতি রক্ষা ও তার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন। প্রথম পর্যায়ের পদযাত্রা এখানেই শেষ করে বালিয়া থেকে পদযাত্রা কাবিলপুর হয়ে বহরমপুর চলে যায়।

তাপ বিদ্যুৎ শ্রমিক ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

পূবারুণ ঃ গত ১৪ এপ্রিল ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সিটু অনুমোদিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ষষ্ঠ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী, জেলা সিটুর সম্পাদক তুষার দে, সিটুর জেলা সভাপতি ও স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ খান ও ওয়ার্কার্স (শেষ পৃঃ)

জঙ্গিপুর মহকুমায় আমের ফলন কম

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ এ বছর জঙ্গিপুর মহ-কুমায় আম লিচুর ফলনের সম্ভাবনা খুবই কম বলে খবর। লিচুর মুকুল ঠিক সময়ে কিছু কিছু অঞ্চলে এলেও আমের মুকুল মাঘের শেষ পর্যন্ত ছিলই না। ফাল্গুনের প্রথমে যে মুকুল দেখা গিয়েছিল তাও অসময়ের বৃষ্টিতে মার খেল। কথায় বলে 'ফাগুনের জল আগুন'। সেই জলই ঝরে পড়লো হঠাৎ। মুকুল জ্বলে গেল। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই বৈশাখ বুধবার, ১৪০১ সাল।

প্রণাম

আজ বুধবার স্বর্গত দাদাঠাকুরের ১১৩তম জন্মদিন। কালের আবর্তনে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ১৩ই বৈশাখ। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি এই মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার-সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল এক মহাআত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎসমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতল পুরাণ' ও 'বিদূষক'—এর মাধ্যমে তিনি যেমন হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানস সন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্র্যকে তিনি যেমন শান্ত চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃখকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

দাদাঠাকুরের ১১৩তম জন্মবার্ষিকীতে আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ [illegible] করি। তাঁহার আদর্শবর্তিকালোক [illegible] পাথেয় হোক।

অনন্য দা'ঠাকুর

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে এমন দু'টা একটা মানুষ আসেন—যাঁদের জন্মদিন মৃত্যুদিন এক সূত্রে বাঁধা - যেন পূর্বাচল আর অস্তাচল একই আসনে সমাসীন। এ রকম একজন মানুষ হলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। বাংলা এবং বাঙালীর মাঝে যিনি দা'ঠাকুর নামে পরিচিত। ১৩ই বোশেখ তাঁর জন্মের দিন—মৃত্যুর দিন। তাঁর জন্মদিনের ১১৩তম বর্ষ পূর্তি হলো আজ।

দা'ঠাকুরকে যারা দেখেছেন, যারা তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন তারা জানেন—এ মানুষটি আর পাঁচজনের মত নন। —বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। ব্যক্তি হিসাবেও যেমন, ব্যক্তিত্বেও তেমনি তাঁর সেই উজ্বল স্বাতন্ত্র্য। এ যুগে তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। যেন তিনি ছিলেন নিজেই প্রতিষ্ঠান। তিনি নিজেব কণ্ঠে আপন বক্তব্য রাখতেন। এখানেই তিনি যুগের হয়েও যুগাতীত। এখানেই তাঁর অনন্যতা। বর্তমান দিনকালে মানুষ দলের কণ্ঠে আওয়াজ তোলে, দলের কণ্ঠে কথা বলে। মানুষ যেন দলের mouth piece। সেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব নাই, যেমনটি আছে দলের বা প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্র দাপট, গুরুত্ব এবং প্রভাব। ঠিক এই অবস্থায় দা'ঠাকুরকে দেখা গিয়েছে তাঁর বক্তব্যকে এককভাবে বলিষ্ঠ বাচনিক ভঙ্গীতে তুলে ধরতে দর্শকের দরবারে, শ্রোতাদের আসরে, রাজপুরুষের এজলাসে। বচনে ও মননে তিনি ছিলেন নির্ভীক পুরুষ। কোন প্রতিকুল পরিবেশ, পরিস্থিতি তাঁর অটুট মনোবলকে এতটুকু দুর্বল করতে পারেনি। এমনকি ভাগ্যের পায়েও নতি স্বীকার করেননি। শোনা যায় আপন সন্তানের মৃত্যুর দিনেও তিনি অবিচল ছিলেন, স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় শোক দুঃখকে তাচ্ছিল্য জ্ঞান করেছেন! দুঃখ তাঁকে নরম করতে পারেনি, শোক তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, রক্তচক্ষু তাঁকে নত করতে পারেনি। এখানেও তিনি অনন্য সাধারণ মানুষের মত হয়েও এখানে তিনি অ-সাধারণ। জীবনে ও জীবনাচরণে, চর্চ্চায় এবং চর্যায় - তিনি ছিলেন। সংগ্রামী পুরুষ। দারিদ্রের সঙ্গে যেমন লড়াই করেছেন তেমনি অনেক প্রতিকূল শক্তির সঙ্গেও দুর্বাসার মত তেজ নিয়ে কৌটিল্যের মত বুদ্ধি নিয়ে মোকাবিলা করেছেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল আপোষহীন সংগ্রাম। জীবনে অনেক অসুবিধায় পড়েছেন—কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি। অভাবের আগুনে পুড়েছেন কিন্তু নিজেকে নিঃশেষ করে দেননি। বরং তিনি নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠ করে গিয়েছেন। তিনি একক হয়েও একটি [illegible] প্রতিষ্ঠান। তাই তিনি অনন্য।

কাশ্মীর ঃ কিছু চিন্তা ভাবনা

গোপাল সাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্যদিকে চীন অস্ত্র সরবরাহের প্রশ্নে পাকিস্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় কাশ্মীর সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গী পাকিস্থান ঘেঁসা—এটা মনে করা যেতে পারে। আসলে এর অন্যান্য কারণের মধ্যে ভারত-চীন সীমানা বিরোধ সম্পর্ক ও চীন-তিব্বত সমস্যার যোগানকে নিজের হাতে রাখতে চীনের এ ধরনের আচরণ।

কিন্তু শেষ পর্যায়ে বেনজিরের কাশ্মীর প্রশ্নে গণভোটের দাবীকে বেজিং অস্বীকার করায় ভারত সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে এসে পড়েছে। বেজিং-এর এরূপ ভারত সমর্থনের পিছনে তিনটি মূল কারণ বর্তমান। প্রথমত, মার্কিন বিরোধী মনোভাব। দ্বিতীয়ত, চীন-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক। তৃতীয়ত, বিটেন কর্তৃক ভবিষ্যতে হংকং হস্তান্তরের প্রশ্ন।

গণভোট

কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্থান এই যে ঐ অঞ্চলের মানুষের গণভোটের দাবী করছে তার যৌক্তিকতা কতখানি ?

স্বাধীনতার সময় কাশ্মীর রাজ্যের রাজা হরি সিং পাকিস্থানি হানাদারদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ঐ অঞ্চলের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন শেখ আবদুল্লার মধ্যস্থতায়। শর্ত অনুযায়ী কাশ্মীরের ভারত ভূক্তির প্রসঙ্গ রাখা হলে, হরি সিং নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কাশ্মীরকে স্বেচ্ছায় ভারত ভুক্তিতে সমর্থন করেন।

কিন্তু তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্টবেটন কাশ্মীর প্রসঙ্গে রাজা হরিসিংকে একটি চিঠি দেন, তার একটি অংশ—'As soon as law and order hav been restored in Kashmir and its soil cleared of the invader, the question of the state's accession should be settled by a reference to the people." পাকিস্থানের কাশ্মীর গণভোটের পক্ষে এটাই মূল অস্ত্র। অথচ দেশবিভাগের শর্ত অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৩রা জুলাই যে 'মাউণ্টবেটেন পরিকল্পনা' প্রকাশিত হয় তার একটি অনুচ্ছেদের সারমর্ম হল ; ডোমিনিয়ন দুটির যে কোন একটিতে দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজার অধিকারভুক্ত থাকবে। এর পরেও গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী কাশ্মীরের জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সংবিধান সভা'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাশ্মীর ভারতভুক্তির পক্ষ নেয়। (৩য় পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্মেলন

সাগরদীঘি: গত ১০ এপ্রিল বোখারা হাই স্কুলে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সাগরদীঘি শাখার বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রতিনিধি বিধান ব্যানার্জী বলেন, প্রায় ২৬৮ জন এই সার্কেলে সদস্য হলেও মাত্র ৭০ জনের উপস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিগত মালদা সম্মেলনেও এই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সম্পাদক জয়গোপাল চক্রবর্তী সম্পাদকীয় রিপোর্ট এবং কোষাধ্যক্ষ স্বপন মণ্ডল আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। মেহেরাব আলী তাঁর বক্তব্যে সাগরদীঘির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের বিভিন্ন কাজে গাফিলতি তুলে ধরেন।

বি এল আর ও ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

ধুলিয়ান: গত ১৫ এপ্রিল সামসেরগঞ্জ ব্লক অফিসের পাশে নবনির্মিত বি এল আর ও ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মদনলাল মীনা। পি ডাবলু ডি কনষ্ট্রাকসন বোর্ডের মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ভবনটি নির্মিত হয় বলে খবর। এই সরকারী দপ্তরটি সামসেরগঞ্জে ল্যাণ্ড রেভিনিউ, রয়্যালটি এবং সেস আদায়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। জানা যায় সুতী ২নং এবং ফরাক্কা ব্লকেও এ ধরনের ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে আমার অধুনামৃত পিতা বদরুদ্দিন আহম্মদ—জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ১৯৮১ সালের ৮৫নং স্বত্ব মোকর্দ্দমা ১) আবুল হোসেন (২) এনামূল হক উভয়ের পিতা মৃত হাজী গিয়াসুদ্দিন, সাং ওসমানপুর, থানা কুষ্টিয়া, জেলা কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ (৩) পঃ বঃ সরকার—এদের বিরুদ্ধে দায়ের করেন এবং মাননীয় আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর সাব জজ আদালতে T. A. No. 56/88, 174/85 নং মোকর্দ্দমা দায়ের করার পরবর্তীতে আমার পিতা পরলোকগমন করিলে আমি সহ অপর ওয়ারীশগণ উক্ত আপীল মোকর্দমায় পক্ষভুক্ত হইয়া উক্ত মোকর্দমা পরিচালনা করিতে থাকি এবং গত ইং ২৩/৪/৯০ তারিখে ডিক্রী পাইয়া অদ্যাবধি দখল ভোগ করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে পূর্ব বর্ণিত আবুল হোসেন ও এনামূল হক অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়া নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অন্যত্র হস্তান্তরের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছে বলিয়া আমরা অবগত হইয়াছি। এমতে সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, যদি ভবিষ্যতে কেহ নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি মধ্যে কোন সম্পত্তি খরিদ করেন তাহা হইলে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে তাহা খরিদ করিবেন। আমি বা আমার অপর শরীকগণ তাহার জন্য দায়ী থাকিব না। পূর্ব বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় কস্মিনকালেও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দখল ভোগ করেন নাই।

তপশীল

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ

মৌজা বড়শিমূল মধ্যে

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
২৪৬	১৪	১০ শতক
৫৪৮	৯৬৮	১২ ,,
,,	৯৭২	১৪ ,,
,,	১৩	২১ ,,
,,	৪৫৯	০৭ ,,
৩৯৭	৪৪৫	৯৩ ,,
৪০৩	৪৪৬	০৪ ,,
৭৬১	১	০৫ ,,
৫৫৬	৯	৩০ ,,
৭০৭	১২	০৪ ,,
৩৬২	৫০৮	০৭ ,,
সাবেক ৯	৪৫৬	১৪ ,,
	৪০২	৪৫ ,,
	৪৯৮	৮৬ ,,
	৪৯৯	১৭ ,,
	৪৯১	১৪ ,,
	১২৩	৫৯ ,,

জেলা ঐ, মৌজা বুজরুক ফতেপুর

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
৩৫	৫	৬৮ শতক
	৮	৭২ ,,
	১৭	০৪ ,,
	৩৭	২০ ,,

জেলা ঐ, মৌজা নাচনা, থানা সাগরদীঘি

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
২৭৬	৭৭	৮৭ শতক

জেলা ঐ, থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা জোতসুন্দর

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
১৭৬	৬৫	৮৫ শতক
	১৩৮	৯৮ ,,
	৬০৬	২১৩ ,,
	৬২৭	১১ ,,
	৬২৮	৪.৪২ ,,
	৮১৩	১.২০ ,,
	৮৩১	১.২০ ,,
	৮৪৪	১.০০ ,,
	৮৬১	৯৩ ,,
	৪৬২	৩৭ ,,
	১০০৯	৭৬ ,,
	১১৬১	৭৭ ,,
	১১৬৮	১.৪৯ ,,
	১১৮১	১.১২ ,,
	১১৮৪	১৬ ,,

জেলা ঐ, মৌজা রামপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
৯৮	১৯৫	১.১১ শতক

জেলা ঐ, মৌজা জলসুখা মধ্যে

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
৮৬	২৮	৯২ শতক
	৩০	১০ ,,
,,	৩১	২০ শতক
,,	৩২	১৫ ,,
৫৪	৩৫	৫৩ ,,
,,	৪২	৫২ ,,
১৯৪	৪৩	১৮ ,,
,,	১১৭	৩৯ ,,
	৩৩৭	১৬ ,,
	৪১	৫০ ,,
	১৬৪	৫৬ ,,
	৪৯৩	১৭ ,,

জেলা ঐ, মৌজা দোলনীয়া, থানা রঘুনাথগঞ্জ

খং নং	দাগ নং	পরিমাণ
২০৩	৬৩	২১ শতক
,,	৬৭	২০ ,,
,,	৬৮	২০ ,,

কাশ্মীর : কিছু চিন্তা ভাবনা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এর পরেও যারা প্রথম যুদ্ধত্তোর জার্মানীর সঙ্গে গণভোটের মাধ্যমে পূর্বপ্রাশিয়ার যুক্তি করণের যুক্তি দেখান। তাদের জানা উচিত এটা ভারত। সময়টা গণতন্ত্রের, ডিক্টেটরশিপ শাসন ব্যবস্থায় গণভোট সমর্থনযোগ্য হলেও গণতন্ত্রে সেটা সম্ভব নয়।

যুদ্ধ!

তাছাড়াও তো কাশ্মীরের জন্য পাকিস্থান তিন তিনবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। ১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১। ৭১ এর যুদ্ধের শুরুতে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তো ঘোষণা করেছিলেন, 'এই যুদ্ধই ভারতের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ।' এর পরেও হুমকী! তিনবার পরাজিত হবার পরেও ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্থান সমেত পশ্চিমী দেশগুলির মাথা ব্যথার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে কি?

নূতন কিছু

কাশ্মীরের ভরতুকী দিয়ে কিংবা পাকিস্থানের সঙ্গে সিমলা চুক্তি করে সরকারের আত্মতুষ্টিই আজ চিন্তার কারণ। কারণ প্রথমতঃ ভরতুকী বণ্টনে দূর্নীতি। দ্বিতীয়তঃ বিরোধী দলগুলির ৩৭০ ধারা বাতিলের পক্ষে যুক্তি। তৃতীয়তঃ ধর্মীয় চিন্তাধারা। আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত। চতুর্থতঃ পাকিস্থান সরকারের রাজনৈতিক ষ্ট্র্যাটিজি।

কাশ্মীর যেহেতু ভারতের অনুন্নত পার্ব্বত্য অঞ্চল। এক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের শিল্প বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়ন দ্বারায় জনসাধারণের মানসিকতার পরিবর্তন করা উচিত। ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা গণভোটের ঠুনকো অজুহাত পাকিস্থান উত্থাপন করার সুযোগ পাবে না। এর জন্য অবশ্য সরকারকে 'কেন্দ্র রাজ্য' সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐ অঞ্চল দ্বারা অর্জিত বৈদেশিক আয়ের একটা অংশ ব্যয় করা উচিত ঐ অঞ্চলের উন্নয়নে।

কথামত এসডিও'র ধনপতনগর সফর

রঘুনাথগঞ্জ ঃ পঃ বঃ চাঁই উন্নয়ন সমিতির সঙ্গে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক যে কথা বলেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৮ এপ্রিল বিকালে মহকুমা শাসক ধনপতনগর, রাধানগর ও এনায়েতনগর পরিদর্শন করেন। মহকুমা শাসকের সঙ্গে সমিতির থানা সভাপতি বাসুদেব মণ্ডল, জগন্নাথ মণ্ডল ও তুলসীচরণ মণ্ডল ঐ সব গ্রামে যান ও মহকুমা শাসককে সবকিছু বোঝান ও দেখান। তিনি গ্রামবাসীদের কথা দেন সেচ বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে আবার এলাকায় আসবেন ও গঙ্গার ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা করবেন। পুরপতির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। পুরপতি তাঁকে বলেছেন রাস্তার ব্যাপারে যদি মালিকেরা জমি ছেড়ে দিতে রাজী হন তবে পুরসভা রাস্তা করে দেবে। সেচের ব্যাপারে বিডিও ১নং এর সঙ্গে মহকুমা শাসক আলোচনা করবেন বলেও কথা দেন। বিদ্যুতায়ন যাতে শীঘ্র করা হয় সে ব্যাপারে তিনি পুরপতির সঙ্গে কথা বলবেন বলেও জানান। মহকুমা শাসকের এই প্রথম এইসব গ্রাম পরিদর্শনে গ্রামবাসীরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান বলে জানা যায়।

ইউনিয়নের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন (১ম পৃষ্ঠার পর)

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কানাই মিশ্র প্রমুখ। মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের গ্যাট চুক্তিতে সই করাকে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করেন। বিদ্যুৎ বেসরকারী-করণের পরিকল্পনার বিরোধীতা করে বলেন—এ পরিকল্পনা শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরোধীতায় এগিয়ে আসতে সকল শ্রমিককে তিনি আহ্বান জানান। অন্যান্য নেতারাও সকলেই প্রধান অতিথির বক্তব্যের অনুকরণে ডাঙ্কেল চুক্তি, কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমনীতির সমালোচনা করেন। ফরাক্কাকে একটি শিল্প-নগরী হিসাবে ঘোষণার দাবীও জানানো হয়।

আমের ফলন কম (১ম পৃষ্ঠার পর)

সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর গ্রামের সুরেশ-বাবুর বিখ্যাত বাগানের ৪২ জাতের আমের গাছে এবার মুকুল নাই বললেই চলে। উজ্জ্বলনগর, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামের গাফফার হাজীর বাগানের অবস্থাও তাই। মহকুমার অন্যান্য বাগান ধুলিয়ান, ফরাক্কা, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলেও আম হবে বলে মনে হচ্ছে না। এ রমক একটি মরশুমি ফসল মার খেলে মহকুমায় অর্থনৈতিক দুর্গতি দেখা দেবে বলে সকলে আতঙ্কিত।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ॥ গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী—কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভর-যোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

চাল বোঝাই লরি নিয়ে দুর্বৃত্তরা উধাও

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ এপ্রিল রাতে সুতী থানার আহিরণ ব্রীজের কাছে ১৯ টন চাল বোঝাই একটি লরিকে (ডাব্লু ৭ ১০৮৪) একটি এলপি লরি ওভারটেক করে রাস্তা ঘিরে চাল বোঝাই লরিটিকে থামাতে বাধ্য করে। পরে এলপি লরি থেকে ৬জন দুর্বৃত্ত নেমে চালের লরিতে চেপে লরিটিকে বহরমপুর অভিমুখে জোর করে চালিয়ে নিয়ে যায়। গোপগ্রামের কাছে এসে ড্রাইভার ও ক্লীনারকে রাস্তার ধারে গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনজন দুর্বৃত্ত পাহারা দিতে থাকে। অপর তিনজন চাল বোঝাই লরিটিকে নিয়ে কান্দীর দিকে চলে যায়। সকালে প্রহরারত দুর্বৃত্তরা চলে গেলে ড্রাইভার বহরমপুর থানায় এসে সবকিছু জানালে পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে মাত্র ১২ কুইঃ চাল ও খালি লরি-টিকে কান্দী কালীবাড়ীর কাছে উদ্ধার করে।

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঃ রঘুনাথগঞ্জ ব্যারেজ কলোনীর নিকট যমুনা কালীমাতা আশ্রমে আমি ৪ বছর ধরে সেবা করে আসছিলাম। নানা কারণে ঐ সেবার কাজ আজ ১৯ এপ্রিল ১৯৯৪ থেকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। আশ্রমের কোন লিখিত হিসাব অদ্যাবধি নেই। নিম্নবর্ণিত অলঙ্কার ও কিছু বাসনপত্র আছে। অলঙ্কার ঃ সোনার সীতা চুল ১ জোড়া ও জিব ১টি। চাঁদির মুকুট ২ই ভরি, হার ১টি, খাঁড়া ১টি, সীতা চুল ১টি, মানটিকলী ২টি, রিং ১ জোড়া, নারায়ণের পৈতে ১টি, বিল্বপত্র ১টি ও নথ ১টি।

শ্রীসুখেন্দু চৌধুরী/রঘুনাথগঞ্জ

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জবাসী সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাই-তেছে যে আগামী ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১ সাল, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীডাহাপাড়া ধামের সেবাইত শ্রীহরিদাস দাস ব্রহ্মচারী এই শহরে ভিক্ষা করিবার ভার সমীর চ্যাটার্জী ও মাণিক ঘোষাল ভক্তদ্বয়ের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। শ্রীধামের নামে অন্য কেহ ভিক্ষা আদায় করিতে আসিলে কেহ যেন বিভ্রান্ত না হন।

শ্রীমুকুলরঞ্জন রায়/শ্রীশ্রীডাহাপাড়া ধাম/উপদেষ্টা কমিটির সদস্য।

দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা পনের (১ম পৃষ্ঠার পর)

মালদা হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে ইংলিশ-বাজারের বীরেন সরকার পরে হাসপাতালে মারা যান বলে খবর। খবর লেখা পর্যন্ত মৃত ১৫ ও আহত ৮ জন বলে জানা যায়। গত ২৫ এপ্রিল মহকুমা শাসক এক সাক্ষাৎকারে জানান, দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র তিনি গভীর রাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। জেলা শাসকও ঘটনাস্থলে এসে পৌছান। মহকুমা পুলিশ অফিসার মিঃ আদকও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। রাজ্য মন্ত্রী সুবোধ চৌধুরীও পরদিন দুর্ঘটনা এলাকা পরিদর্শন করেন। মহকুমা শাসক আরও জানান, বিলম্ব হয়ে যাওয়ায় বাস চালক যাত্রীদের চাপে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে থাকায় গাড়ীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটান। অনু-সন্ধানে জানা যায় দুর্ঘটনা এলাকায় সেতুর উপর কোন ষ্ট্রীট লাইট জ্বলেনি। সেই অবস্থায় দ্রুতগতিতে বাস চালাতে থাকায় সামনের গাড়ীকে পাশ কাটাতে গিয়ে চালক দুর্ঘটনা এড়াতে পারেন না। এই দুর্ঘটনায় সরকারকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বলে জানা যায়। প্রতিটি মৃতের জন্য ৫০ হাজার, ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ ৩০ হাজার এবং বাসটির মূল্যমান ৪ লক্ষ টাকা। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, প্রথম দিন বাসটি তোলার আগে ৫টি ও পরে ৮টি মৃতদেহ জল থেকে উদ্ধার হয়। পরে গঙ্গার চরে গয়েশবাড়ী থানার চাষপাড়া গ্রামের আক্রাম আলীর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ([illegible] ৩২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে [illegible] পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।